মাছ চাষে স্বাবলম্বী

লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

১৯৭৯ সালের কথা। অর্থনীতিতে অনার্স পড়ুয়া যুবক সাইফুজ্জামান মজু আর সদ্য এইচএসসি পড়া অবস্থায় ফিরোজ খান। তাদের আরো একটি পরিচয় হলো, তারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ফিরোজ খানের পিতা চান তার ছেলে লেখাপড়া শিখে মস্তবড় ইঞ্জিনিয়ার হোক। কিন্তু তাতে মন বসে না ফিরোজ খানের। তার ইচ্ছা ব্যবসা করার। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন পর্যাপ্ত টাকা, যা ছিলো না তাদের। ছেলের মনোভাব বুঝতে পেরে ফিরোজ খানের মা তার পাশে দাঁড়ান। বোনের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার করে আর নিজের মাটির ব্যাংকে সঞ্চিত ৪৪০ টাকা (মোট ৯৪০ টাকা) তুলে দেন ফিরোজ খানের হাতে। কিন্তু তা দিয়ে কি আর ব্যবসা হয়? তবু দমলেন না ফিরোজ খান। পরামর্শ করলেন বন্ধু সাইফুজ্জামান মজুর সঙ্গে। ঠিক করলেন মাছের ব্যবসা করবেন। বন্ধু মজুর ছোট ছোট তিনটি পুকুর ছিলো। তা সামনে রেখেই এগুলেন তারা। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো মাছের রেণু নিয়ে। ঐ সময় রেণু সংগ্রহ করাও ছিলো দুঃসাধ্য। এরপর ফিরোজ খান ছোটেন রেণুর সন্ধানে। চলে যান সুদূর সিরাজগঞ্জের ভুয়াপুরে। কিন্তু সেখানেও অত সহজে রেণু মিললো না। একদিন দু'দিন করে কেটে গেল ১৮টি দিন। তারপর মাত্র সাড়ে ৬ ছটাক রেণু নিয়ে যশোর ফেরেন তিনি। তারপর ছেড়ে দেন বন্ধু মজুর পুকুরে।

৮ জুন, ২০০২। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাজির হই চাঁচড়া ডালমিলস্থ শুভ্র মৎস্য হ্যাচারিতে। বিশাল এরিয়ার হ্যাচারিতে আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন যশোর জেলা মৎস্য চাষী সমিতির সভাপতি ও শুভ্র মৎস্য হ্যাচারির অন্যতম স্বত্বাধিকারী সাইফুজ্জামান মজু। অল্পক্ষণেই বিলাসবহুল নতুন মডেলের গাড়িতে চড়ে সেখানে উপস্থিত হন প্রতিষ্ঠানের আরেক কর্ণধার ফিরোজ খান। এরপর শুরু হয় আলাপচারিতা। সাইফুজ্জামান মজু ও ফিরোজ খান বর্ণনা করেন তাদের দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী।

প্রথমেই কথা হয় ফিরোজ খানের সঙ্গে। তিনি বলেন তাদের সাফল্য-ব্যর্থতার কথা। ফিরে যান সেই ১৯৭৯ সালে। তিনি বলেন, যখন দেখলাম পড়াশোনায় আমার মন বসছে

পাঙ্গাসের পোনা উৎপাদন করে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ফিরোজ খান

না, তখন ভাবলাম সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। কিছু একটা করা প্রয়োজন। তখনই ঠিক করি মাছের চাষ করবো। এ ব্যাপারে বন্ধু মোস্তফা কামাল দারুণভাবে উৎসাহ আর প্রেরণা যোগায়। তারপর সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলি মাছের চাষ করবো। মাকে বিষয়টি বোঝাই। তিনি আমাকে অনেক কষ্ট করে মাত্র ৯৪০ টাকা হাত ধরিয়ে দেন। এ নিয়ে যাই সিরাজগঞ্জে। সেখানে যমুনা নদীর তীরে জেলেদের ঝুপড়ি

শুভ্র মৎস্য হ্যাচারীর প্রকল্প এলাকা

ঘরে ১৮ দিন থাকি। প্রায় খেয়ে না খেয়েই কাটাতে হয় দিন। ধুলোবালিতে একাকার হয়ে যেতাম। কিন্তু তারপরও হাল ছাড়িনি। রেণু এনে ছেড়ে দিই বন্ধু মজুর পুকুরে। খরচ খরচা বাদে প্রথম বছরেই লাভ হয় ৭ হাজার ৪০০ টাকা। যা ভাগ করে নিই দু'জনে। বলতে পারেন এখান থেকেই আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু।

এরপর কথা বলেন সাইফুজ্জামান মজু। তিনি শুধু অক্লান্ত পরিশ্রমই নন, প্রায় ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছেন তিলে তিলে গড়া প্রতিষ্ঠানটিকে। তিনি বলেন, এক সময় মাঝে মাঝে বিরক্ত হতাম। মাছের চাষ করি বলে কেউ কেউ জেলে হিসেবে ট্রিট করতেন। ভাবতাম বাদ দিই এসব। কিন্তু রূপালি মাছের মায়া যেন সবকিছুকে ম্লান করে দিতো। আমার মনে হয় সে কারণেই আমরা আজকের এ অবস্থানে আসতে পেরেছি।

সাইফুজ্জামান মজু আর ফিরোজ খানের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাছ চাষ শুরুর ৪ বছরের মধ্যেই তারা মোটামুটি একটা অবস্থানে চলে যান। নিজেদের পুকুর ছাড়াও লিজ নেন অন্যের পুকুর। আর ১০ বছর যেতে না যেতেই নিজেরাই তৈরি করে ফেলেন হ্যাচারি। যার নাম দেয়া হয় শুভ্র মৎস্য হ্যাচারি। মাত্র ৯৪০ টাকা বিনিয়োগ করা ব্যবসায় এখন তারা কোটিপতি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায়,

আত্মপ্রত্যয়ী এই ২ যুবক শুধু নিজেদের ভাগ্যই গড়েননি, আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করেছেন আরো অনেককে। ফিরোজ খান বলেন, আমরা নিজেরাই শুধু স্বাবলম্বী হইনি, আমরা চেয়েছি যাদের যোগ্যতা, মেধা আছে তারাও দেশ ও জাতির জন্যে কিছু করুক। আর সে জন্যে তাদেরকেও মাছ চাষ ও উৎপন্নের কলাকৌশল শিখিয়ে দিয়েছি। বাংলাদেশে আমরাই প্রথম পাঙ্গাস মাছের পোনা উৎপাদন করতে সক্ষম হই। এখন যশোরের প্রায় সব হ্যাচারিতেই তা হচ্ছে। অধিকাংশকে আমরাই ফর্মুলা দিয়েছি। তিনি জানান, এই পাঙ্গাস উৎপাদন করতে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। ব্যয় করতে হয়েছে লাখ লাখ টাকা। এখন মাছ চাষীরা ছাড়াও গোটা জাতি তার সুফল ভোগ করছে।

১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের তৎকালীন মহাপরিচালক ড. এম এ মজিদ ও বর্তমান মহাপরিচালক ড. গোলাম হোসেন মাছ চাষের প্রতি একাগ্রতা দেখে সাইফুজ্জামান মজু ও ফিরোজ খানকে চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে ১২৫টি মাদার পাঙ্গাস মাছ দেন। বাংলাদেশে তখন কোথাও পাঙ্গাস উৎপাদন হতো না। ফিরোজ খান ১৯৮৭ সালে আমেরিকান একটি সংস্থার মাধ্যমে থাইল্যান্ডে পাঙ্গাসের রেণু পোনা উৎপাদনের জন্যে ১ মাসের একটি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যে কারণে মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে পাওয়া মাদার ফিশ থেকে রেণু উৎপাদনে তাদের বেশি সময় লাগেনি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর কলাকৌশল প্রয়োগ করে ১৯৯৫ সালেই অভাবনীয় সাফল্য পেয়ে যান তারা। দেশে প্রথম পাঙ্গাসের রেণু উৎপাদন করে সারা দেশে হৈ চৈ ফেলে দেন। আর অসামান্য এই

জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষীর পুরস্কার নিচ্ছেন সাইফুজ্জামান মজু ও ফিরোজ খান

অবদানের জন্যে ১৯৯৫ সালেই তারা পেয়ে যান জাতীয় পর্যায়ে স্বর্ণপদক। তারপর শুধু পাঙ্গাস উৎপাদনের জন্যে ১৯৯৯ সালে তারা পুনরায় স্বর্ণপদক লাভ করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বছর না যেতেই পাঙ্গাস উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করে শুভ্র মৎস্য হ্যাচারি। '৯৬ সালে সেখানে উৎপন্ন হয় ১৮ লাখ পিস পাঙ্গাস পোনা। আর এরপরের বছর তা পৌঁছে ৪২ লাখে। এখন বছরে শুভ্র মৎস্য হ্যাচারিতে শুধু পাঙ্গাশ মাছের রেণু ও পোনা বিক্রি হচ্ছে প্রায় ১৩শ' কেজি। সব মিলে (অন্যান্য মাছের) পোনা উৎপন্ন হচ্ছে প্রায় ৫ হাজার কেজি। যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বছরই। সে মাছ ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে।

ফিরোজ খান ২০০০কে বলেন, নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিশ্রম করলে জীবনে সাফল্য আসবেই। আমরা পরিশ্রম করেছি বলেই সাফল্য পেয়েছি। না হলে মাত্র ৯৪০ টাকার পুঁজি নিয়ে এতোদূর আসতে পারতাম না। তিনি জানান, বর্তমানে তাদের হ্যাচারিটি ৩১ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত। যাতে ছোট-বড় ১৯টি পুকুর রয়েছে। দেশের স্বার্থে তারা পাঙ্গাস উৎপাদনের ফর্মুলা শিখিয়ে দিয়েছেন অন্যান্য মাছ চাষীদেরকেও। অন্তত ৭০০ মাছ চাষী তাদের পরামর্শে স্বাবলম্বী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, দেশ ও মাছ চাষীদের স্বার্থে তারা সব সময় সোচ্চার। চাষীদের সুবিধার্থে তারাই উদ্যোগ নিয়ে গঠন করেছেন যশোর জেলা মৎস্য চাষী সমিতি। ফিরোজ খান যার প্রদান উপদেষ্টা, সাইফুজ্জামান মজু সভাপতি। তারা উদ্যোগ নিয়ে ক্ষতিকর মাগুর মাছের পোনা উৎপাদনও প্রায় ৮০ ভাগ কমিয়ে এনেছেন। মাছ চাষী আর মাছের জন্যে নিবেদিত টগবগে এই দুই যুবক এখনই পরিচিতি লাভ করেছেন আধুনিক পদ্ধতিতে পাঙ্গাস চাষের জনক হিসেবে। তাদের বিশ্বাস, শুধু মাছ চাষ করেই দেশের যুব সমাজকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা সম্ভব। সম্ভব বেকারত্বকেও দূর করা। কেউ যদি এ লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন তাহলে তারা অবশ্যই সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবেন। ফিরোজ খান বলেন, সব সময় সৎ পথে থেকে সত্য কথা বলে প্রচুর পরিশ্রম করলে একদিন না একদিন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব।

পাঙ্গাস মাছ থেকে ডিম বের করছেন সাইফুজ্জামান মজু

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অগ্রযাত্রায়
আমাদের অভিনন্দন

যশোর জেলা হাইব্রীড
মাগুর চাষী ও ব্যবসায়ী সমিতি
(সারা দেশে পাঙ্গাস ছড়িয়ে দিতে আমরা সদা সচেষ্ট)

চাঁচড়া, যশোর